কনের বিয়ের প্রস্তুতি

প্রায় মেয়েরাই বিয়ের দিনটিতে নিজেকে কেমন দেখাবে তা নিয়ে টেনশনে পড়েন। অথচ একটু প্রস্তুতি নিলেই এই টেনশন উধাও...

বিয়ে মানুষের জীবনের নতুন এক অধ্যায়। প্রতিটি মেয়েই নিজের বিয়ে নিয়ে থাকে নানা রকম জল্পনা-কল্পনায়। কেউ হয়তো অতিমাত্রায় রক্ষণশীল আবার কেউ বা প্রচন্ড রকম আধুনিক। তবে রক্ষণশীল কিংবা আধুনিক যাই হোক, প্রতিটি কনেই বিয়ের বিশেষ দিনটিতে তাকে কেমন দেখাবে সেটা নিয়ে থাকে প্রচন্ড রকম উদ্বিগ্ন। কারণ বিয়ের দিন প্রতিটি কনেই চায় অন্য সবার চেয়ে নিজেকে সুন্দর ও উজ্জ্বল করে উপস্থাপন করতে। এজন্য বিয়ের তারিখ পাকাপাকি হবার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি মেয়ের উচিত নিজস্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী অগ্রসর হওয়া। কনের বিয়ের প্রস্তুতি এবং বিয়ের মেকআপ, গেটআপ কেমন হওয়া উচিত সে ব্যাপারে রূপ বিশেষজ্ঞদের রয়েছে বিভিন্ন মতামত। আজকাল বিভিন্ন প্রসিদ্ধ পার্লার কনের জন্য আয়োজন করছে বিভিন্ন ধরনের স্পেশাল প্যাকেজ প্রোগাম। তেমনই একটি পার্লার এলিগ্যান্স। এলিগ্যান্স বিয়ের কনের জন্য ৭ দিনের একটি প্যাকেজ প্রোগামের আয়োজন করেছে। এ

ক্ষেত্রে এলিগ্যান্সের বিউটি এক্সপার্ট নিপা মাহবুব জানালেন, যদিও ৭ দিন কনের বিয়ের প্রস্তুতির জন্য যথেষ্ট নয়, তারপরও যেহেতু আজকাল মেয়েরা বাইরে কাজ করছে সেহেতু তাদের পক্ষে ৭ দিনের বেশি সময় দেয়া সম্ভব হয় না। এ ক্ষেত্রে কোনো কনে যদি ৭ দিনের পরিবর্তে ১৫ দিনের প্যাকেজ সার্ভিস গ্রহণ করতে চায়, তাহলে এলিগ্যান্স সেই সার্ভিসটাও দিচ্ছে। অর্থাৎ কোন প্যাকেজটি তারা গ্রহণ করবে সেটা পুরোপুরি নির্ভর করে কনের ওপর। কনের জন্য এলিগ্যান্সের ৭ দিনের প্যাকেজ সম্পর্কে নিপা মাহবুব জানালেন প্রথম দিনে তারা কনেকে হট অয়েল ট্রিটমেন্ট এবং ফেসিয়াল করিয়ে থাকেন। ফেসিয়ালের ক্ষেত্রে তার মতামত হচ্ছে বিয়ের অন্তত পক্ষে ৪ দিন আগে কনের উচিত শেষবারের মতো ফেসিয়াল করানো। কারণ অনেকের ক্ষেত্রে দেখা যায় যেদিন ফেসিয়াল করা হয় সেদিন তাদের স্কিনটা একটু লালচে হয়ে ওঠে, মুখের স্পট, এলার্জি এবং দানাগুলো বেশি দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। এ ক্ষেত্রে ৪-৫ দিন আগে ফেসিয়াল করানো হলে ত্বকে স্বাভাবিকত্বটা ফিরে আসে।

দ্বিতীয় দিনে এলিগ্যান্সের সার্ভিসের মধ্যে রয়েছে ম্যানিকিউর এবং প্যাডিকিউর। কারণ একজন কনের জন্য হাত এবং পায়ের সৌন্দর্য বৃদ্ধিটাও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

তৃতীয় দিনে তারা কনের জন্য সারা শরীর ম্যাসেজের ব্যবস্থা রেখেছেন। সারা শরীর ম্যাসেজে সময় লাগে ২ ঘণ্টা।

চতুর্থ দিনে কনের মুখমন্ডল, গায়ের রঙ, শাড়ির রঙ এবং গহনার সঙ্গে মানানসই কী ধরনের মেকআপ নিতে হবে সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। যেহেতু আজকাল আগে থেকেই কনের শাড়িসহ যাবতীয় পণ্য কিনে ফেলা হয় সেহেতু মেকআপ, গেটআপ সম্বন্ধে আগে থেকে সিদ্ধান্ত নেয়া সহজ হয়।

পঞ্চম দিনে যদি কনের গায়ে হলুদ থাকে তাহলে তাকে শুধুই গায়ে হলুদের সাজ দেয়া হয়।

ষষ্ঠ দিনে কনের হাত-পা ওয়াক্সিং করা হয়। তবে ওয়াক্সিংয়ের ক্ষেত্রে কনে যদি হাত-পা ছাড়াও আরো বেশি সার্ভিস চায় তাহলে সেটাও তাকে দেয়া হবে। এছাড়া আরেকবার ম্যানিকিউর প্যাডিকিউর করালে ভালো হয় বলে জানালেন নিপা মাহবুব। হাতের মেহেদিও ষষ্ঠ দিনে দিলে মেহেদির রঙটা বিয়ের দিন ভালো আসবে।

সপ্তম দিনে কনেকে শুধুই বিয়ের সাজটা

দেয়া হয়। তবে চুলে শ্যাম্পু করার ব্যাপারে নিপা জানালেন, অবশ্যই বিয়ের দিনে শ্যাম্পু করা যাবে না। কারণ চুল অতিরিক্ত সিল্ক হয়ে থাকলে দেখতে ভালো দেখাবে না। অবশ্যই বিয়ের আগের দিন শ্যাম্পু করতে হবে।

হয়ে গেল এলিগেন্সের ৭ দিনের প্যাকেজ। আপনি যদি বিয়ের কনে হয়ে থাকেন তাহলে চলে যেতে পারেন এলিগ্যান্সে। এলিগেন্সে আপনি বউ সাজতে পারবেন ৪ হাজার থেকে ৪ হাজার ৫০০ টাকার মধ্যে।

অন্যদিকে বিয়ের কনের প্রস্তুতির বিষয়ে 'পারসোনা'র বিউটি এক্সপার্ট কানিজ আলমাস জানালেন, বিয়ের কনের জন্য তারা স্পেশাল কোনো পাকেজ দিচ্ছে না। এ ক্ষেত্রে কানিজ আলমাসের মতামত হচ্ছে, ক্লায়েটরা সাধারণত ৭ দিনের একটানা প্যাকেজ গ্রহণ করতে চায় না, কারণ আজকাল বেশির ভাগ মেয়ে কর্মজীবী। এ ক্ষেত্রে দেখা যায় বিয়ের কনে বিয়ের কিছুদিন আগে থেকে ফেসিয়াল, ওয়াক্সিং, ম্যানিকিউর, প্যাডিকিউর সব কিছুই করছে, তবে সেটা অনেকটা রিল্যাক্স মুডে করছে। ৭ দিনের রুটিনে না গিয়ে যেকোনো সময় সুবিধামতো এসে তারা প্রয়োজনীয় সার্ভিস নিয়ে যাচ্ছেন।

বিয়ের কনের প্রস্তুতির ব্যাপারে কানিজ আলমাস আমাদেরকে দিয়েছেন বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ টিপস। এ ক্ষেত্রে প্রথমেই আসা যাক কনের খাবার তালিকা প্রসঙ্গে। কনের খাবার তালিকার ব্যাপারে কানিজ বাড়তি সতর্কতা অবলম্বনের পরামর্শ দিয়েছেন। খাবার সম্বন্ধে তার মতামত হচ্ছে, কনেকে অবশ্যই বিয়ের ১-২ মাস আগে থেকে মসলাযুক্ত, ভাজাপোড়া এবং ভারী খাবার খাদ্য তালিকা থেকে বর্জন করতে হবে। প্রতিদিন রাতে ঘুমুতে যাবার আগে অবশ্যই এক গ্লাস ফ্যাট ফ্রি দুধ খাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। এছাড়া প্রচুর পরিমাণ ফ্রেস জুস, ফলমূল এবং সবজি খাওয়ার অভ্যাস করতে হবে।

কনের এক্সারসাইজের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তিনি বলেন কনের জন্য এক্সারসাইজের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তবে কনের যদি এক্সারসাইজের অভ্যাস না থাকে তাহলে ১০-১৫ দিনের এক্সারসাইজ তার ওপর খুব একটা ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারবে না। কনে যদি একটু মোটা হয় এবং সে যদি তার অতিরিক্ত মেদ কমাতে চায় তাহলে তাকে অবশ্যই অন্তত পক্ষে ৩ মাস আগে থেকে নিয়ম করে এক্সারসাইজ করতে হবে।

এবার আসা যাক কনের মেকআপ প্রসঙ্গে। কনেকে বিয়ের কিছুদিন আগে থেকে মেকআপ নেয়া বন্ধ রাখতে হবে, ত্বককে বিশ্রাম দিতে হবে। বর্তমানে কনের মেকআপের চলতি ধরণ সম্বন্ধে কানিজ জানালেন আজকাল কনেরা সব কিছুতেই একটু সারল্য পছন্দ করে। অর্থাৎ কোনো কনে যদি একটু কালোও হয় তাহলে সে ত্বকের সঙ্গে মানানসই শেডের ফাউন্ডেশনটাই দেয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকে। আগের দিনের মতো মুখমন্ডলটাকে প্রচন্ড রকম ফর্সা করে দেয়ার পরামর্শ দেয় না। মুখের মেকআপের ক্ষেত্রে কানিজ আলমাস টিপ থেকে শুরু করে মুখের কারুকার্যের ক্ষেত্রেও সিম্পল ব্যাপারটা রাখার চেষ্টা করেন। তবে তিনি ঠোঁট এবং চোখের মেকআপটা একটু গর্জিয়াস করার পক্ষপাতী। ঠোঁট এবং চোখের মেকআপের মধ্যে ব্যালেন্স থাকতে হবে। এছাড়া একজন কনের জন্য রাতের এবং দিনের সাজের মধ্যেও পার্থক্য থাকা উচিত বলে তিনি মনে করেন। বিয়ের অনুষ্ঠান দিনে হলে অবশ্যই মেকআপের ক্ষেত্রে হালকা রঙ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে শাড়ি জমকালো হলেও মেকআপে সারল্য বজায় রাখতে হবে।

অন্যদিকে অনুষ্ঠান রাতে হলে কনে ডার্ক মেকআপ নেয়ার সিদ্ধান্ত নিতে পারে। এ ক্ষেত্রে গ্লাস, গ্লিটার ব্যবহার করা যেতে পারে বলে তিনি মনে করেন।

একজন কনের চুলের সাজের ক্ষেত্রে কানিজ অবশ্যই মুখের আকৃতির ওপর জোর দিয়ে থাকেন। কারণ মুখের আকৃতির সঙ্গে চুলের সাজ মানানসই না হলে কনেকে দেখতে ভালো দেখাবে না। এছাড়া একজন কনের যদি চুলে কাটিং দেয়ার প্রয়োজন পড়ে তাহলে তাকে অন্তত পক্ষে এক সপ্তাহ আগে চুলের কাটিং দিতে হবে। তা না হলে চুলটা ভালোভাবে সেট হবে না।

পারসোনায় আপনি বউ সাজতে পারেন ৩ হাজার থেকে ৫ হাজার টাকার মধ্যে। আপনি যদি স্পেশালভাবে কানিজ আলমাসের কাছে সাজতে চান তাহলে আপনার লাগবে ৫ হাজার টাকা। অন্যদিকে পারসোনার অন্য কোনো সহকারীর কাছে সাজলে আপনাকে ৩ হাজার টাকা গুনতে হবে।

আশা করি, এ গাইডলাইনগুলো বিয়ের আগ মুহূর্তে ঠিকমতো প্রস্তুতি নিতে আপনাকে যথেষ্ট সাহায্য করবে।

শায়লা শিলা

ছবি : ডেভিড বারিকদার

টিপস

চুলের যত্ন

- নিয়মিত চুল আঁচড়ান। এতে চুলের গোড়ায় রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি পাবে।
- সপ্তাহে না হোক, অন্তত ১৫ দিনে একবার অথবা মাসে একবার হার্বাল অয়েল ম্যাসেজ করুন।
- নখ দিয়ে মাথা চুলকানো অথবা ধারালো দাঁতের চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়াবেন না।
- দিনে অন্তত ৪ ঘন্টা চুল খোলা রাখুন।
- সাবান বা অধিক ক্ষারজাতীয় কোনো শ্যাম্পু দিয়ে চুল ধোবেন না। কারণ এতে পিএইচের ব্যালেন্সের ক্ষেত্রে তারতম্য দেখা দিতে পারে।
- চুল আঁচড়ানোর ব্রাশ, চিরুনি নিয়মিত পরিষ্কার করুন। যখন-তখন যেকোনো চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়াবেন না। নিজের জন্যে আলাদা চিরুনি ব্যবহার করুন।
- খাদ্য তালিকায় মিনারেলযুক্ত খাবার রাখুন। এছাড়া স্বাস্থ্যোজ্জ্বল দীঘল কালো চুলের জন্য আয়রন, সালফার, জিঙ্ক, ভিটামিন বি কমপ্লেক্স, ভিটামিন সি জাতীয় খাবার গ্রহণ করুন।
- নিয়মিত চুল পরিষ্কার রাখুন এবং খুশকি থাকলে এন্টিড্যানড্রাফ শ্যাম্পু ব্যবহার করুন।
- চুলের ধরন বুঝে শ্যাম্পু, কন্ডিশনার, হেয়ার মাস্ক ইত্যাদি ব্যবহার করুন।
- নিয়মিত চুল ট্রিম করবেন এবং খোলা চুলে রোদে বের হবেন না। এ ক্ষেত্রে ছাতা ব্যবহার করুন।

রোজিনা সুপ্তি